Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 26-09-2026 22:07 Page 1

'ক্যাবারে ক্যুইন' আলিয়াকে ফুলমার্কস জিনাত আমনের

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

অযোধ্যার প্রথম শহিদ রাম-শরদ কোঠারিদের শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রীর, বললেন, 'সাধুসন্তদের অপমান বরদাস্ত নয়

৭ আশ্বিন ।। ১৪৩৩।। শনিবার ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৫৯৫ সংখ্যা ।। ৮পাতা

এভারেস্টে তুষার ঝড়ের 'হাই অ্যালার্ট', পর্বতারোহীদের দ্রুত নেমে আসার নির্দেশ!

সপ্তাহের ব্যবধানে ফের বিস্ফোরণে কাঁপল পাকিস্তান, পুলিশ চৌকিতে হামলায় মৃত অন্তত ১১

রাত নামলেই চিৎকার, ভূতুড়ে কান্না, উধাও ২ ছাত্রী! পাঞ্জাবের গার্লস হস্টেলে ভূতের আতঙ্ক

আপনারা বাংলা নিয়েছেন, আমরা দিল্লি নেব, হুঙ্কার মমতার

নয়া জামানাঃ সভার অনুমতি মিলেছিল আদালত থেকে।কিন্তু সভাস্থলে পৌঁছনোর আগেই সংঘাতের আঁচ।উত্তরপাড়ায় কুণাল ঘোষের গাড়িতে হামলার অভিযোগ, কর্মীদের ধরপাকড়, পুলিশি বাধার অভিযোগ- সেই উত্তপ্ত আবহেই শনিবার শ্রীরামপুর কোর্টের মাঠে মঞ্চে উঠলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।আর মাইক হাতে নিয়েই একের পর এক নিশানা- নির্বাচন কমিশন, বিজেপি, পুলিশ,ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া থেকে গণনার কারচুপি, এসআইআর থেকে বিরোধী কর্মীদের গ্রেফতার- সবকিছুরই দায় চাপালেন শাসক শিবিরের দিকে।নাম না করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে ফের 'ভ্যানিশ কুমার' বলে আক্রমণ।তার পরেই বিজেপি-কমিশনকে এক বন্ধনীতে রেখে চ্যালেঞ্জ, আপনারা বাংলা নিয়েছেন, আমরা দিল্লি নেব।ভোটের ফল নিয়ে আপত্তির কথাই এ দিন শুরুতেই সামনে আনেন মমতা।তাঁর দাবি,আমরা হারিনি।আমাদের জোর করে হারানো হয়েছে। এসআইআর-এর নাম করে ভোটার তালিকা থেকে ৯২লক্ষ মানুষের নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগ করেন তিনি।মমতার দাবি, আদালতে গিয়ে ৩২ লক্ষ নাম ফেরানো হয়েছিল । তার পরেও ২৭লক্ষ নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।সাত লক্ষ ফর্ম 'বস্তায় করে ডিলিট' করার অভিযোগও তোলেন তিনি।নির্বাচন কমিশনের তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের আধিকারিক সীমা খান্নার নাম করে আরও ৫৮ লক্ষ নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগ করেন তৃণমূল নেত্রী।সব মিলিয়ে তাঁর দাবি, বাংলায় ৯২ লক্ষ নাম বাদ দিয়েছে এরা।শুধু ভোটার তালিকা নয়, ভোট গণনার পদ্ধতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মমতা।তাঁর অভিযোগ, গণনার মাঝপথে তৃণমূলের কর্মীদের বের করে দেওয়া হয়েছিল।ইভিএম থেকে গণনা-পুরো প্রক্রিয়াই 'হাইজ্যাক' করা হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।তাঁর কথায়,আমরা উকুন বাছার মতো করে কাজ করেছি বলে এসআইআর থেকেই ওদের চুরিটা ধরতে পেরেছিলাম।তাই সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গিয়েছিলাম।জ্ঞানেশ কুমারকে ফের 'ভ্যানিশ কুমার' বলে কটাক্ষ করে মমতার হুঁশিয়ারি, ভ্যানিশ কুমার যত দিন না যাবেন, তত দিন আমাদের আন্দোলন চলছে, চলবে।মানুষের ভোট লুট করার অধিকার আপনাদের নেই।কেন এই নাম, তার ব্যাখ্যাও দেন তিনি।সবার নাম তো ভ্যানিশ করে দিচ্ছে, তাই আমিই ওর এই নামকরণ করেছিলাম, বলেন মমতা।একই সঙ্গে সীমা খান্নার নাম করে তাঁর অভিযোগ, শুধু ভ্যানিশ কুমারকে টার্গেট করলে হবে না, পিছনে আছে সীমা খান্না, আর তার পিছনে আছে নারদ নারদ ।শ্রীরামপুরের সভায় মমতার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক বার্তা,আপনারা কী আমাদের হারাবেন ? ওই চেয়ারটাকে আমরা কেয়ার করি না।মানুষকে কেয়ার করি।আপনারা বাংলা নিয়েছেন, আমরা দিল্লি নেব।বাদ পড়া ভোটারদের ক্ষতিপূরণের দাবিও তোলেন তিনি।কর্মীদের অপেক্ষা করার আহ্বান জানিয়ে তাঁর হুঁশিয়ারি, অপেক্ষা করো, গণতন্ত্রের ঝড়ে খড়কুটোর মতো উড়ে যাবে।৩০সেপ্টেম্বর দিল্লিতে বিরোধী শিবিরের বৈঠকের প্রসঙ্গও তোলেন মমতা।তাঁর বার্তা, ভোট ও গণতন্ত্রের প্রশ্নে দলীয় রং না দেখে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।কে লাল, কে নীল, কে হলুদ দেখার দরকার নেই।গণতন্ত্র ফেরাতে আমরা সবাই কাঁধে কাঁধ দিয়ে লড়াই করব,বলেন তিনি।তাঁর আরও বক্তব্য, ইস্যুটা মানুষের হলে কোন পার্টি সেটা দেখার দরকার নেই, আমরা থাকব।সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক মারিয়ান আলেকজান্ডার বেবির সঙ্গে ফোনে কথা বলার প্রসঙ্গও সামনে আনেন মমতা।বলেন,কার সঙ্গে কী মিটিং হচ্ছে, আমি বলি না।কিন্তু এটা সিপিএমের দিক থেকে লিক হয়েছে।ওরা এখন বলছে, এটা (ভোট চুরি) বিগ ইস্যু।আমিও বলেছি, আসুন জোট বাঁধুন।বিজেপির সমর্থকদের উদ্দেশেও তাঁর আবেদন,মানুষের বিপদে মুখ খুলুন।জোট বাঁধুন।সামনে দুর্গাপুজো।পুজোর পর ফের বড় আন্দোলনের ইঙ্গিত দিয়েছেন মমতা।তাঁর কথায়,পুজো মরশুমের পর্বটা মিটে যাক, তারপর আমরা আর একটা দশমী করব।কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা,ভয়টা ভাঙুন, তবেই জয়টা আসবে।তাঁর কথায়,ওরা বলেছিল, ভরসা ইন, ভয় আউট।এখন হয়েছে উলটোটা।মানুষ জোট বাঁধছে ।নিজের নিরাপত্তা ও নজরদারি নিয়েও অভিযোগ তোলেন মমতা। তাঁর দাবি, কোনও সিকিউরিটি নেই।সব তুলে নেওয়া হয়েছে।স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোককে আমার বাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে দেখছে, কে আসছে, তারপর রাতে হুমকি দিচ্ছে !ভোট ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় যাঁদের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ তুলছেন,তাঁদের সমস্ত ঘটনা নথিবদ্ধ করা হচ্ছে বলেও দাবি করেন মমতা।তাঁর বক্তব্য, আজকে ভ্যানিশ কুমারকে যেমন ধরেছি, তেমনি যাঁরা এরকম করছেন প্রত্যেকটা রেকর্ড করে রাখা আছে।কেউ পার পাবেন না।যাঁদের হয়ে এই লুট করছেন, ধরা পড়লে তাঁরা কিন্তু আপনাদের বাঁচাতে আসবে না।বিজেপির বিরুদ্ধে হিংসার অভিযোগও তোলেন তৃণমূল নেত্রী।তাঁর দাবি, বিজেপি সরকার আসার চার মাসে ৬৫জন মার্ডার হয়েছে,৪৫ জন রেপ হয়েছে।সমস্ত ঘটনা নথিবদ্ধ করে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার কথাও জানান তিনি।চার মাসে টাকা লুট এবং দোকানে দোকানে তোলাবাজির অভিযোগও করেন মমতা।রেজিনগরে পুলিশকে দিয়ে মানুষের পরিচয়পত্র কেড়ে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন মমতা।এক একটি পঞ্চায়েত থেকে পুলিশ দিয়ে উপ নির্বাচনে ৩ হাজার ভোট তোলার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি।নন্দীগ্রাম প্রসঙ্গে ২০০৭ সালের ভূমি আন্দোলনের প্রসঙ্গ তোলেন মমতা । নাম না করে শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করে বলেন, নন্দীগ্রাম যদি তোমাদের এত পুণ্যভূমি হয়, তাহলে ২০০৭ সালে তো আমরা সবাই ছিলাম।ওটা তো ভূমি উচ্ছেদ আন্দোলন ছিল।কারা সেদিন এলাকায় ছিল, আর কারা পালিয়েছিল সব জানি।কংগ্রেসও তো ওই আন্দোলন ছিল।তাহলে কংগ্রেসের প্রার্থীকে গ্রেফতার করালে কেন ?সভায় যাওয়ার পথে উত্তরপাড়ায় কুণাল ঘোষের গাড়িতে হামলার অভিযোগ ওঠে।তৃণমূলের দাবি, গাড়ি লক্ষ্য করে রড, লাঠি, পাথর, ইট ও ডিম ছোড়া হয়।কুণাল আহত হয়েছেন বলেও দলের দাবি।এই ঘটনার সূত্র ধরেই পুলিশকে নিশানা করেন মমতা।তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের কর্মসূচি বানচাল করতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দেওয়া হয়েছে।রাতে গ্রেফতারের ভয় দেখানো হয়েছে।প্রায়১৫০-২০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।টুম্পাই নামে এক সদ্য বিবাহিত মহিলাকে গ্রেফতারের অভিযোগও তোলেন মমতা।পুলিশকে নিয়ে তাঁর মন্তব্য, ওদের আমি দোষ দিচ্ছি না।

কমিশন ইস্যুতে দিল্লিতে সিপিএম-তৃণমূল ঐক্যবদ্ধ

বঙ্গে সংঘাত অব্যাহত,স্পষ্ট করলেন সেলিম

নয়া জামানা ঃ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইমপিচমেন্ট ইস্যুতে বিরোধীরা ক্রমশ সুর চড়াচ্ছে। এই আবহে সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবি কালীঘাটের তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখে ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের আরও সংঘবদ্ধ হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। এরপরই প্রশ্ন ওঠে, বিজেপিকে হটাতে কি সিপিএম ও কালীঘাটের তৃণমূল কাছাকাছি আসছে? আলিমুদ্দিন স্ট্রিট ও মমতার দীর্ঘদিনের সাপে-নেউলে সম্পর্কের কি অবসান ঘটছে?তবে এই জল্পনা সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের অংশ হিসেবে একজোট হলেও, পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেই লড়াই চালিয়ে যাবে সিপিএম। রাজ্যে তৃণমূলের প্রতি কোনও রাজনৈতিক আপস বা নমনীয়তা দেখানো হবে না বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। মমতাকে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করারও আহ্বান জানিয়েছেন সেলিম।পুরনো অভিযোগ নতুন করে তুলে ধরে সেলিম মনে করিয়ে দেন, তৃণমূল কংগ্রেসের হাত ধরেই বাংলায় বিজেপির উত্থান হয়েছিল। বাম আমলে জোটসঙ্গী হিসেবে থেকেই বিজেপি লোকসভায় দুটি আসন পেয়েছিল বলে সিপিএমের দীর্ঘদিনের দাবি। রাজ্যে বিজেপির জমি তৈরির পেছনে মমতার ভূমিকা রয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।বিধানসভা ভোটে পরাজয়ের পর একাধিকবার বিজেপি-বিরোধিতায় সিপিএমের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা দিয়েছিলেন মমতা, কিন্তু আলিমুদ্দিন তা বরাবর নাকচ করেছে। এবারও একই অবস্থানে অনড় থেকে সেলিম জানিয়ে দিয়েছেন, তৃণমূল ও বিজেপি উভয়ের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ বিকল্প শক্তি হিসেবে নিজেদের লড়াই আলাদাভাবেই চালিয়ে যাবে বামপন্থীরা।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 26-09-2026 22:07 Page 2

ময়ূরাক্ষীর স্বাদ নিন ইকো কটেজে বসে

পুজোয় কোথায় বেড়াতে যাওয়া যায়, এই প্ল্যান ইতিমধ্যেই অনেকে সেরে ফেলেছেন। কিন্তু অনেকেই রয়েছেন, যাঁদের কোনও প্ল্যান নেই। তাঁদের হাতে মেরেকেটে ৩-৪ দিনের ছুটি রয়েছে। আর এত কম দিনের ছুটিতে পুজোর সময়ে দূরে কোথাও ভ্রমণ সম্ভব নয়। তবে পুজোর আমেজ গায়ে মেখে ছুটি কাটিয়ে আসতে পারেন দুমকা ফরেস্ট ডিভিশনের ম্যাসাঞ্জোর ইকো কটেজ থেকে।বর্ষা ও শীতে সবচেয়ে বেশি ভিড় বাড়ে ম্যাসাঞ্জোরে। পুজোর সময়েও ভিড় থাকে। কিন্তু তুলনায় কম। আর ম্যাসাঞ্জোর ইকো কটেজের সৌন্দর্য একেবারেই আলাদা। কটেজের পিছনে রয়েছে সবুজ পাহাড়। আর সামনে বিশাল জলাধার। চারপাশ শান্ত-নিস্তব্ধ। অবসরযাপনের জন্য একেবারে সেরা ঠিকানা হতে পারে এই ইকো রিসর্ট। ময়ূরাক্ষী নদীর উপর বাঁধ দিয়ে তৈরি হয়েছে জলাধার। পাশে রয়েছে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পও। আর এই জলাধারকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এখানকার পর্যটন কেন্দ্র। বাংলা এবং ঝাড়খণ্ড সীমান্তে অবস্থিত ম্যাসাঞ্জোরে প্রকৃতি যেন নিজেকে মেলে ধরতে চায়। এখানে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে জলের শব্দ এতটাই জোরালো যে, পাশের মানুষের কথাও শোনা যায় না। পড়ন্ত বিকেলে যেন আরও সুন্দরী হয়ে ওঠে ময়ূরাক্ষী। আর ম্যাসাঞ্জোরের এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে এক রাত কাটাতে পারেন ম্যাসাঞ্জোর ইকো কটেজে।ম্যাসাঞ্জোর ইকো কটেজম্যাসাঞ্জোর ইকো কটেজে দু'রকমের ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। একটা হলো কাঠের তৈরি ডিলাক্স রিসর্ট। আর দ্বিতীয় হলো স্ট্যান্ডার্ট রুম। ডিলাক্স রিসর্টের ভাড়া ২,৫০০ টাকা এবং স্ট্যান্ডার্ড রুমের ভাড়া ১, ৫০০ টাকা। এই কটেজের মধ্যে রেস্তোরাঁ এবং জিমও রয়েছে। কটেজে বসে সারাদিন ধরে উপভোগ করতে পারবেন ম্যাসাঞ্জোরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। এ ছাড়া জলাধারে বোটিং করারও সুযোগ পাবেন। এই ইকো কটেজে থাকার জন্য আগাম বুকিং করতে হয়। দুমকা ফরেস্ট ডিভিশনের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে এই কটেজ বুক করতে পারবেন। কিন্তু সমস্যা হলো মোটামুটি তিন মাস আগে বুকিং সেরে রাখতে হয়। তাই দেরি করলে বুকিং পাওয়া যায় না। তবে চিন্তা নেই। ম্যাসাঞ্জোর ইকো কটেজে বুকিং না পেলেও ম্যাসাঞ্জোরের পশ্চিমবঙ্গ যুব আবাস এবং ময়ূরাক্ষী রিসর্টেও রাত কাটাতে পারেন।

এক নজরে২-৩ দিনের পুজোর ছুটিতে ম্যাসাঞ্জোর ঘুরে আসতে পারেন।

পাহাড়, জলাধার ও নিরিবিলি পরিবেশ এই জায়গার আকর্ষণ।

ম্যাসাঞ্জোর ইকো কটেজে ডিলাক্স ও স্ট্যান্ডার্ড রুম রয়েছে।

জলাধারে বোটিং করার সুযোগও পাওয়া যায়।

সিউড়ি বা দুমকা হয়ে ম্যাসাঞ্জোর যাওয়া যায়।

কী ভাবে যাবেন?

হাওড়া থেকে ট্রেনে সিউড়ি নামতে পারে। সেখান থেকে দুমকাগামী বাস ধরে ম্যাসাঞ্জোর পৌঁছতে পারেন। এ ছাড়া হাওড়া-জামালপুর বন্দে ভারত ধরে নামতে পারেন দুমকা। সেখান থেকে টোটো ভাড়া করে পৌঁছে যেতে পারেন সোজা ম্যাসাঞ্জোর ইকো কটেজে। কলকাতা থেকে সড়কপথে বীরভূম হয়েও ম্যাসাঞ্জোর যাওয়া যায়।

পুজোয় কোথায় বেড়াতে যাওয়া যায়, এই প্ল্যান ইতিমধ্যেই অনেকে সেরে ফেলেছেন। কিন্তু অনেকেই রয়েছেন, যাঁদের কোনও প্ল্যান নেই। তাঁদের হাতে মেরেকেটে ৩-৪ দিনের ছুটি রয়েছে। আর এত কম দিনের ছুটিতে পুজোর সময়ে দূরে কোথাও ভ্রমণ সম্ভব নয়। তবে পুজোর আমেজ গায়ে মেখে ছুটি কাটিয়ে আসতে পারেন দুমকা ফরেস্ট ডিভিশনের ম্যাসাঞ্জোর ইকো কটেজ থেকে।বর্ষা ও শীতে সবচেয়ে বেশি ভিড় বাড়ে ম্যাসাঞ্জোরে। পুজোর সময়েও ভিড় থাকে। কিন্তু তুলনায় কম। আর ম্যাসাঞ্জোর ইকো কটেজের সৌন্দর্য একেবারেই আলাদা। কটেজের পিছনে রয়েছে সবুজ পাহাড়।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 26-09-2026 22:07 Page 3

রাজ্য পুলিশে রদবদল বদলি ২৩ আইপিএস

নয়া জামানাঃ পুরভোটের আগে রাজ্য পুলিশে বড়সড় রদবদল করল রাজ্য সরকার। স্বরাষ্ট্র দফতরের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে একাধিক আইপিএস এবং ডব্লিউবিপিএস আধিকারিককে বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তালিকায় রয়েছেন মোট ২৩ জন আইপিএস ও ডব্লিউবিপিএস আধিকারিক।বদলির তালিকায় গুরুত্বপূর্ণ নাম কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার দেবেন্দ্র প্রকাশ সিং।

তাঁকে কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গের আইজি পদে পাঠানো হয়েছে। তাঁর জায়গায় কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার হচ্ছেন এসটিএফ-এর আইজিপি সুধীর কুমার নীলকান্তম। কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (ট্রাফিক) সূর্য প্রতাপ যাদবকে রাজ্য গোয়েন্দা দফতরের ডিআইজি করা হয়েছে। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব নিচ্ছেন ড. ভোলানাথ পাণ্ডে।

কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (সিকিউরিটি) পদে সুখেন্দু হীরাকে এবং বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের যুগ্ম কমিশনার পদে দেবর্ষি দত্তকে নিয়োগ করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট) পদে দায়িত্ব পাচ্ছেন স্পর্শা নীলাঙ্গি।রাজ্য স্তরেও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি হয়েছে। নীলু শেরপাকে ডাবলুবিপিএইচআইডিসিএল-এর আইজিপি এবং শঙ্খ শুভ্র চক্রবর্তীকে এসসিআরবি-এর আইজিপি করা হয়েছে। নিমা নরবু ভুটিয়াকে সিআইডি-এর স্পেশাল সুপার এবং ধৃতিমান সরকারকে সিআইডি মালদহের স্পেশাল সুপার করা হয়েছে। সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য কলকাতা পুলিশের সাইবার-২ বিভাগের ডিসি হচ্ছেন।জেলা স্তরেও রদবদল হয়েছে। দার্জিলিংয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৌস্তুভদীপ্ত আচার্য যাচ্ছেন আলিপুরদুয়ারের জয়গাঁয়। সলিমা লামা হচ্ছেন আলিপুরদুয়ারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর)।

পূর্ণিমা শেরপা কালিম্পংয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হচ্ছেন। মালদহ থেকে অভিষেক রায়কে বীরভূমের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার করা হয়েছে। তাঁর সদর দফতর থাকবে বোলপুরে। পাশাপাশি মানবেন্দ্র দাসকে কোচবিহারের মাথাভাঙায় এবং কুনাল বার্নাবাসকে মালদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) পদে পাঠানো হয়েছে।

জ্ঞানেশ-কাণ্ডে বৈঠকে বিরোধীরা দিল্লি যাচ্ছেন মমতা-অভিষেক

নয়া জামানাঃ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে ঘিরে বিতর্কের আবহে ফের একসঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছে বিরোধী দলগুলি। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক হওয়ার কথা। সেখানে যোগ দিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি যেতে পারেন।

তাঁর সঙ্গে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও যেতে পারেন বলে সূত্রের খবর।জ্ঞানেশ কুমারকে ঘিরে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা এবং এসআইআর-সহ ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিতর্কই বৈঠকের অন্যতম প্রধান বিষয় হতে পারে। বিরোধী শিবিরের একাংশ জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ বা ইমপিচমেন্টের দাবিতে সরব হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সংসদে পরবর্তী পদক্ষেপ এবং বৃহত্তর আন্দোলনের রূপরেখা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হতে পারে।এই ইস্যুতে তৃণমূলের সঙ্গে সিপিআইএমের যোগাযোগও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সিপিআইএমের সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দেওয়ার পর তাঁদের মধ্যে ফোনে কথাও হয়েছে বলে একাধিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

বিরোধী দলগুলিকে বৃহত্তর সমন্বয়ের আওতায় আনার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়ের বক্তব্য অনুযায়ী, বৈঠকের দিনক্ষণ নিয়ে আলোচনা চললেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এম এ বেবির যোগাযোগ হয়েছে এবং কংগ্রেসও বৈঠকে উপস্থিত থাকবে। রাহুল গান্ধী-সহ অন্যান্য বিরোধী নেতাদের সঙ্গেও মমতার যোগাযোগের কথা প্রকাশ্যে এসেছে।ইন্ডিয়া জোটের বাইরের বিজেপি-বিরোধী দলগুলিকেও আলোচনায় আনার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে ৩০ সেপ্টেম্বরের বৈঠকে বিরোধী দলগুলির মধ্যে সমন্বয়, জ্ঞানেশ কুমার ইস্যুতে সংসদীয় পদক্ষেপ এবং পরবর্তী যৌথ কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

বন্দে ভারতে বিহার থেকে হাওড়া ব্যাগে নগদ অর্থ-সোনা সহ গ্রেপ্তার ১

নয়া জামানাঃ পাটনা-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে করে বিহার থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা ও সোনা নিয়ে হাওড়ায় এসে আরপিএফের হাতে গ্রেপ্তার হলেন এক ব্যক্তি। শুক্রবার হাওড়া স্টেশনের ওল্ড কমপ্লেক্স থেকে সন্দেহজনক গতিবিধির অভিযোগে তাঁকে আটক করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে তাঁর ব্যাগ থেকে ২১ লক্ষ টাকা এবং প্রায় ৩০.১৮০ গ্রাম সোনা উদ্ধার হয়েছে বলে আরপিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে। আরপিএফ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত ব্যক্তি বিহারের মোকামা থেকে পাটনা-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে উঠেছিলেন। হাওড়া স্টেশনে নামার পর তাঁর গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় আরপিএফ কর্মীরা তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। এরপর তাঁর সঙ্গে থাকা ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা ও সোনার সন্ধান মেলে।উদ্ধার হওয়া টাকা ও সোনার বৈধ নথি দেখাতে পারেননি ওই ব্যক্তি। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি ভেঙে পড়েন বলেও দাবি আরপিএফের। নথি দেখাতে না পারায় টাকা ও সোনা বাজেয়াপ্ত করে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।কোথা থেকে ওই বিপুল পরিমাণ টাকা ও সোনা আনা হয়েছিল এবং হাওড়ায় কার কাছে তা পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল, তা খতিয়ে দেখছে আরপিএফ। ঘটনার বিষয়ে আয়কর দপ্তরের আধিকারিকদেরও জানানো হয়েছে। বর্তমানে বাজেয়াপ্ত টাকা ও সোনা আরপিএফের হেফাজতে রয়েছে।

কুণালের গাড়িতে ডিম থেরাপি

শ্রীরামপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় যোগ দিতে যাওয়ার পথে আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষের উপর। শনিবার দুপুরে উত্তরপাড়ায় তাঁর গাড়ি আটকে ডিম ছোড়া এবং গাড়ির কাচ ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। ঘটনার পর কুণাল ঘোষ সরাসরি বিজেপির বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তোলেন। যদিও অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে বিজেপি। তাদের দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে দলের কোনও যোগ নেই।কুণালের অভিযোগ, লাঠি-রড নিয়ে কয়েকজন তাঁর গাড়ি আটকান এবং স্কুটারে করে তাঁকে অনুসরণ করা হয়। পরে গাড়ির কাচ লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয়। তাঁর দাবি, যে কোনও বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত।ঘটনার সময় এলাকায় পুলিশি উপস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।হামলার পর গাড়ি নিয়ে ভবানীভবনে পৌঁছে রাজ্য পুলিশের ডিজির কাছে অভিযোগ জানান কুণাল। তাঁর অভিযোগ, উত্তরপাড়ায় হামলার সময় ঘটনাস্থলে কোনও পুলিশ ছিল না। ইমেল মারফত উত্তরপাড়া থানা এবং ডিজিকেও অভিযোগ জানিয়েছেন বলে জানান তিনি।ভবানীভবনে ঢোকার সময়ও প্রথমে তাঁকে গাড়ি নিয়ে ভিতরে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। কুণালের বক্তব্য, ভাঙচুরের প্রমাণ হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটি তিনি পুলিশ আধিকারিকদের দেখাতে চান।

বঙ্গ সফরে নিতিন নবীন করবেন একাধিক বৈঠক

নয়া জামানাঃ বিধানসভা উপনির্বাচন ও পুরভোটের আগে সংগঠনকে আরও সক্রিয় করতে দুদিনের বঙ্গ সফরে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন। আগামী ২৭ ও ২৮ সেপ্টেম্বর রাজ্যে থাকবেন তিনি। সফর ঘিরে একাধিক সাংগঠনিক বৈঠক ও কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। মূলত রাজ্য সংগঠনের পরিস্থিতি পর্যালোচনা, নেতৃত্বের সঙ্গে সমন্বয় এবং বুথস্তর পর্যন্ত সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার বিষয়েই আলোচনায় গুরুত্ব দেওয়া হবে।সূত্রের খবর, রবিবার কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছনোর পর নিউটাউন ও রাজারহাট এলাকায় তাঁর একাধিক কর্মসূচি রয়েছে।

বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে দলের বিভিন্ন স্তরের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন বিজেপির জাতীয় সভাপতি।

সেখানে রাজ্য পদাধিকারী, বিভিন্ন বিভাগের আহ্বায়ক, মোর্চা সভাপতি, সাংসদ, জেলা ইনচার্জ ও জেলা সভাপতিদের পাশাপাশি আইটি, মিডিয়া এবং সমাজমাধ্যম বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্তদের সঙ্গে সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে।এছাড়াও রাজ্যের বিজেপি সাংসদ ও বিধায়কদের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করার কথা রয়েছে নিতিনের। কেন্দ্র ও রাজ্যের মন্ত্রীদের সঙ্গেও বৈঠকে বসবেন তিনি। সন্ধ্যায় রাজ্য বিজেপির স্টেট কোর গ্রুপের বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। সেখানে রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সাংগঠনিক সমন্বয় এবং আগামী দিনের কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হতে পারে।আগামী দিনে রাজ্যে একাধিক নির্বাচনকে সামনে রেখে এই সফরকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে বিজেপি। বিশেষ করে উপনির্বাচন এবং সম্ভাব্য পুরভোটের আগে দলের সাংগঠনিক প্রস্তুতি ও মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পর্যালোচনা হবে। দলের নতুন রাজ্য কমিটি গঠনের পর জাতীয় সভাপতির এই সফরে রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে সমন্বয়ের বিষয়টিও গুরুত্ব পেতে পারে। দলীয় সূত্রের দাবি, সাংগঠনিক বৈঠকে তৃণমূল স্তরের কর্মীদের আরও সক্রিয় করা, নির্বাচনী প্রস্তুতিতে সমন্বয় বাড়ানো এবং দলের বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কৌশল নিয়েও আলোচনা হতে পারে। জাতীয় সভাপতির সফরকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজ্য বিজেপির অন্দরে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

বিধানসভা উপনির্বাচন ও পুরভোটের আগে সংগঠনকে আরও সক্রিয় করতে দুদিনের বঙ্গ সফরে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন। আগামী ২৭ ও ২৮ সেপ্টেম্বর রাজ্যে থাকবেন তিনি। সফর ঘিরে একাধিক সাংগঠনিক বৈঠক ও কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 26-09-2026 22:07 Page 4

সম্পাদকীয়

২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। শনিবার

মূর্তিতে সেতু, ডুয়ার্সে গতি

ার বছরের অপেক্ষার শেষে অবশেষে খুলল পথ।মূর্তি নদীর বুক চিরে দাঁড়িয়ে গেল নতুন সেতু আর সেই সেতু যেন শুধু দুই প্রান্তকে নয়, জুড়ে দিল ডুয়ার্সের স্বপ্ন, সম্ভাবনা আর ভবিষ্যৎকে।ধনুকের মতো আর্চ আকৃতির ১২৬ মিটার দীর্ঘ এবং প্রায় ১৩ মিটার চওড়া এই সেতু বহুদিনের যোগাযোগ-যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে চলেছে। পুরোনো কাঠের সেতুর জরাজীর্ণ স্মৃতি পেরিয়ে আধুনিক এই সেতু এখন নাগরাকাটা, চালসা, লাটাগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকার মানুষের কাছে নতুন আশার প্রতীক।প্রায় ১৭ থেকে ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই সেতু চালু হওয়ায় যাতায়াতের দূরত্ব প্রায় ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। নাগরাকাটা থেকে জলপাইগুড়ির দিকে যাতায়াত যেমন দ্রুত হবে, তেমনই ডুয়ার্সের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্রেও পৌঁছনো সহজ হবে। উত্তর তেন্দু বন, মঙ্গলবাড়ি, আইভি টি গার্ডেন, খয়েরবাড়ি আরও কত পরিচিত-অপরিচিত গন্তব্য এবার যেন হাতের নাগালে।একটি সেতু কখনও শুধু কংক্রিট, লোহা আর পাথরের কাঠামো নয়। একটি সেতু মানে মানুষের চলাচল, পণ্যের গতি, ব্যবসার প্রসার এবং সম্ভাবনার নতুন দরজা। মূর্তি নদীর এই সেতুও তার ব্যতিক্রম নয়।বর্ষায় নদীর জল বাড়লে পুরোনো কাঠের সেতু নিয়ে আতঙ্ক ছিল নিত্যসঙ্গী। কখনও যান চলাচলে বিঘ্ন, কখনও দীর্ঘ পথ ঘুরে যাওয়া সব মিলিয়ে স্থানীয় মানুষের দুর্ভোগের শেষ ছিল না। নতুন সেতু সেই পুরোনো অনিশ্চয়তার জায়গায় নিরাপত্তা ও স্বস্তির বার্তা নিয়ে এসেছে।এর সুফল শুধু যাত্রীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। কৃষক তাঁদের উৎপাদিত ফসল দ্রুত বাজারে পৌঁছে দিতে পারবেন। ব্যবসায়ীরা কম সময়ে পণ্য পরিবহন করতে পারবেন। মালবাহী গাড়ির সময় ও জ্বালানি খরচ কমবে। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে কর্মজীবী মানুষ;প্রতিদিনের যাতায়াতেও আসবে গতি।আর ডুয়ার্সের পর্যটন? সেখানে এই সেতু হয়ে উঠতে পারে নতুন 'গেটওয়ে'।ডুয়ার্স মানেই সবুজের সমুদ্র, চা-বাগানের ঢেউ, পাহাড়ের হাতছানি, নদীর কলতান আর জঙ্গলের রহস্য। প্রতি বছর হাজার হাজার পর্যটক ছুটে আসেন এই অঞ্চলের সৌন্দর্যের টানে। যোগাযোগ যত সহজ হবে, পর্যটনের পরিধিও তত বাড়ার সম্ভাবনা। হোটেল, হোমস্টে, গাড়ি ভাড়া, রেস্তোরাঁ, স্থানীয় দোকান ছোট-বড় বহু ব্যবসায় তার প্রভাব পড়তে পারে।একদিনে বেশি জায়গা ঘুরে দেখার সুযোগ পাবেন পর্যটকরা। ফলে ডুয়ার্সের অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত জায়গাগুলিও পর্যটনের মানচিত্রে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে।তবে উন্নয়নের আসল সাফল্য শুধু সেতু উদ্বোধনে নয়, তার দীর্ঘমেয়াদি রক্ষণাবেক্ষণে। যে সেতু চার বছরের অপেক্ষার শেষে তৈরি হয়েছে, সেটিকে আগামী বহু দশক নিরাপদ ও সচল রাখার দায়িত্বও সমান গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত পরিদর্শন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং যান চলাচলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।মূর্তি নদীর উপর নতুন সেতু তাই নিছক একটি পরিকাঠামো নয়। এটি ডুয়ার্সের অর্থনীতি, পর্যটন এবং জনজীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা একটি নতুন সম্ভাবনার নাম।চার বছর অপেক্ষার পর অবশেষে পথ খুলেছে। এখন সেই পথ কত দূর এগিয়ে নিয়ে যায় ডুয়ার্সকে সেদিকেই তাকিয়ে পাহাড়, জঙ্গল, নদী আর মানুষের স্বপ্ন।

শতবর্ষের আঙিনায় রক্তকরবী

সুনীল মাইতি
বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক

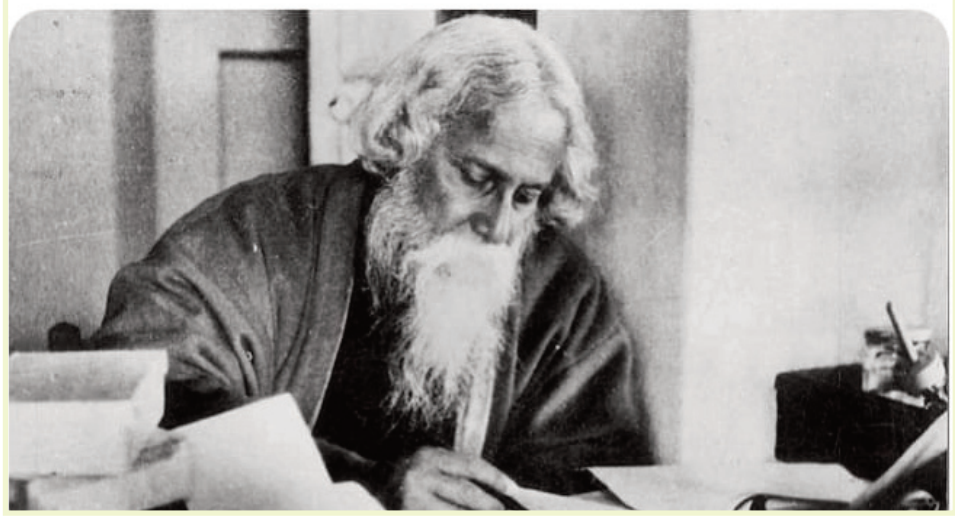

১৯২৪ সালের মে মাসে শিলাইদহে বসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কালজয়ী নাটক 'রক্তকরবী' রচনা সম্পন্ন করেছিলেন।১৯২৬ সালে এটি গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করে। দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেছে একটি গোটা শতাব্দী।কিন্তু সময়ের এই সুদীর্ঘ পথপরিক্রমায় নাটকটি কি ইতিহাস হয়ে ধুলোবালি মেখেছে নাট্যশালার আর্কাইভে? নাকি তার প্রতিটি সংলাপ আজ আরো বেশি প্রাসঙ্গিক,আরো বেশি তীক্ষ্ণ? সংবাদপত্রের পাতার উত্তর সম্পাদকীয় কলমে দাঁড়িয়ে শতবর্ষের এই সন্ধিক্ষণে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায়; রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'আজ থেকে ১০০ বছর আগে আগামী দিনের যে রূপরেখা এঁকেছিলেন আজকের বিশ্ব ঠিক সেই যন্ত্রদানবের গ্রাসে নিষ্পেষিত। 'রক্তকরবী' মূলত এক রূপক নাটক, যার মূল কেন্দ্রবিন্দু 'যক্ষপুরী'। নাটকের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ রূপক ও বাস্তবের এক অদ্ভুত মিশেল ঘটিয়েছেন। যক্ষপুরী এমন এক সমাজ ব্যবস্থা যাকে বল উত্তোলন করতে শেখে,সৃষ্টি করতে জানে না।সেখানে সোনা তোলা হয় মাটির বুক চিরে, আর তার বিনিময়ে পিষে ফেলা হয় মানুষের আত্মাকে। যক্ষপুরীর রাজা পরম পরাক্রান্ত কিন্তু তিনি থাকেন জালের আড়ালে। তিনি কেবল আদেশ দেন, নিয়ন্ত্রণ করেন কিন্তু সাধারণ মানুষের মুখোমুখি হতে ভয় পান। মানুষের রক্ত-ঘাম চুষে নেওয়া এই যক্ষপুরী আসলে বিংশ শতাব্দীর উদীয়মান শিল্পায়ন পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের নগ্নরূপ। আজ একশ বছর পর নাটকের যক্ষপুরী এবং তার প্রাকারে বন্দী 'রাজা' আমাদের অত্যন্ত চেনা বলে মনে হয়। আজকের একুশ শতক কি আদতে এক বিশাল যক্ষপুরী নয়? আধুনিক যুগের কর্পোরেট ব্যবস্থা, ডেটা- চালিত বিশ্বায়ন এবং সর্বগ্রাসী মেগাসিটি গুলো আসলে সেই একশত বছর আগের যক্ষপুরীর আধুনিক সংস্করণ। সেখানে মানুষ আজ আর মানুষ হিসেবে পরিচিত নয়, তারা শুধুই এক একটি 'হিউম্যান রিসোর্স'বা সংখ্যামাত্র।নাটকের সর্দার এবং মোড়লরা মেজ- সেজো- ছোট সর্দারের ছদ্মবেশে মেকি শৃঙ্খলা বজায় রাখত আর যক্ষপুরীর শ্রমিকদের নামের বদলে পরিচিত ছিল নম্বরে, ৪৭ফ, ৬৯ঙ। আজকের কর্পোরেট বিশ্বের এমপ্লয়ি আইডি,পারফরম্যান্স ইনডেক্স, কেপিআই কিংবা অ্যালগরিদমিক নিয়ন্ত্রণের যুগে রবীন্দ্রনাথের এই দূরদর্শিতা আমাদের শিউরে দেয়। রাজার জালের আড়ালে থাকার বিষয়টি আজকের প্রযুক্তিকেন্দ্রিক নজরদারির সমাজ বা 'সুরভেইল্যান্স ক্যাপিটালিজিম' -এর সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। আমরা এমন এক অদৃশ্য ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে বাঁচছি; যাকে চোখে দেখা যায় না কিন্তু তারা শাসন নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে টের পাওয়া যায়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ;বড় বড় ডেটা মনিটরিং ব্যবস্থা এবং অদৃশ্য অ্যালগরিদম আজ আমাদের সমস্ত চালচলন; চিন্তা ও আবেগ নিয়ন্ত্রণ করছে। রক্তকরবীর রাজাকে দেখা যেত না কিন্তু তার প্রভাব ছিল যক্ষপুরীর প্রতি কোণায়।আজকের ক্ষমতাশীল রাষ্ট্র বা পুঁজির মালিকরাও একইভাবে জালের আড়ালে থেকে সাধারণ মানুষের জীবন ও ভবিষ্যৎ পরিচালনা করছে। এই যন্ত্রসভ্যতার নির্মম নিষ্পেষণে হারিয়ে যেতে থাকা মানবসত্ত্বাকে জাগিয়ে তুলতে রবীন্দ্রনাথ নাটকে আনেন 'নন্দিনী'কে। নন্দিনী কোনো অলৌকিক চরিত্র নয়; সে জীবনরস, সৌন্দর্যএবং স্বাধীনতার জীবন্ত প্রতীক। তার গলায় এবং রক্তকরবীর মালায় ছড়ানো লাল রঙ কেবল সৌন্দর্যের নয়, তা প্রতিবাদ ও বিপ্লবেরও আগুন। নন্দিনী যক্ষপুরীর নিরেট দেওয়াল আর শোষণের জালে ফাটল ধরাতে এসেছে। নন্দিনীর উপস্থিতি যক্ষপুরীর যান্ত্রিক কাঠামোর মুখে এক তীব্র প্রশ্নচিহ্ন তুলে ধরে। সে ধনঞ্জয় বৈরাগীর আত্মিক শক্তি ও রঞ্জনের বৈপ্লবিক চেতনাকে এক সূত্রে বাঁধে।

রঞ্জন এই নাটকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ চরিত্র। নাটকে রঞ্জনের সরাসরি উপস্থিতি নেই বললেই চলে কিন্তু তার স্পন্দন অনুভব করা যায় যক্ষপুরীর প্রতিটি পরতে। রঞ্জন হলো সেই অপ্রতিরোধ্য যৌবন ও প্রাণশক্তি যাকে কোনো খাঁচায় বন্দি করা যায় না। সর্দার বা রাজা রঞ্জনকে হত্যা করে তার প্রাণশক্তিকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন কোনো শারীরিক হত্যা দিয়ে মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে চিরতরে মুছে ফেলা যায় না। রঞ্জনের রক্তেই রচিত হয় প্রতিবাদের মূল ভিত্তি। বর্তমান বিশ্বের চরম জলবায়ু সংকট ও পরিবেশগত বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটেও রক্তকরবী অভূতপূর্বভাবে প্রাসঙ্গিক। যক্ষপুরীর সোনার খনি থেকে যেভাবে প্রাণ চুষে নেওয়া হয়েছিল; আজ সারা পৃথিবীজুড়ে ঠিক সেভাবেই প্রকৃতির ওপর নির্মম অত্যাচার চলছে। শিল্পায়নের নামে অগ্রগতির নামে অরণ্য নিধন; নদী দূষণ; বিষাক্ত বাতাস এবং পৃথিবীর বুক চিরে অনিয়ন্ত্রিত সম্পদ আহরণ আজ মানবজাতিকেই অস্তিত্ব সংকটের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ শতবর্ষ আগেই আমাদের সতর্ক করেছিলেন; প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে কেবল যন্ত্র এবং পুঁজিকে আঁকড়ে ধরে যে সভ্যতা গড়ে ওঠে; তার চূড়ান্ত পরিণতি নিজস্ব ধ্বংস। নাটকের শেষে আমরা দেখি রাজার সেই ঐতিহাসিক রূপান্তর। নন্দিনীর আত্মত্যাগ; এবং তার প্রাণের স্পর্শে রাজার ভেতরের নিষ্ঠুর রূপের পতন ঘটে। রাজা বুঝতে পারেন; ক্ষমতার এই জাল তাকেই আসলে বন্দী করে রেখেছে। তিনি নিজের তৈরি জলের বিরুদ্ধে; নিজের তৈরি সর্দারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এটিই রক্তকরবীর সবচেয়ে বড় বার্তা;শোষকও শেষ পর্যন্ত নিজের তৈরি ব্যবস্থার কাছে বন্দী হয়ে পড়ে; আর মুক্তির পথ কেবল আসতে পারে মানবতা ও প্রেমের বাঁভাঙ্গা বিপ্লব থেকেই।আজকের যুদ্ধবিধ্বস্ত; প্রযুক্তি-ভারাক্রান্ত ও মানবতাহীন পৃথিবীতে 'রক্তকরবী' কেবল একটি নাট্যচর্চার বিষয় নয়; এটি এক জরুরী হুঁশিয়ারী। যেখানে প্রতিনিয়ত মানুষ তার আত্মিক স্বাধীনতা হারাচ্ছে; যেখানে ক্ষমতা এবং অর্থই একমাত্র পরিমাপক; সেখানে দাঁড়িয়ে রক্তকরবী আমাদের শেখায় কিভাবে ব্যবস্থার মুখোমুখি হয়ে বলতে হয়; আমি তোমাদিগকে ডরাই না। শতবর্ষ অতিক্রম করার পর আজ রক্তকরবী কোনো ধূলো পড়া পাণ্ডুলিপি নয়; বরং তা মানব মুক্তির এক চিরন্তন ইশতেহার। যক্ষপুরীর অন্ধকার সুড়ঙ্গে যতক্ষণ ধরে কোনো মানুষ সংখ্যার যাঁতাকলে পৃষ্ট হতে থাকবে, ততক্ষণ রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী ও নন্দিনীর ডাক আমাদের ঘুম ভাঙাতে বাধ্য করবে। রক্তকরবীর শতবর্ষে তাই আমাদের নতুন করে অঙ্গীকার করার সময় এসেছে যক্ষপুরীর সোনার চাদর সরিয়ে আবার মাটির গান,প্রকৃতির ভাষা আর ভালোবাসার উন্মুক্ত বাতাসকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার।

১৯২৪ সালের মে মাসে শিলাইদহে বসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কালজয়ী নাটক 'রক্তকরবী' রচনা সম্পন্ন করেছিলেন।১৯২৬ সালে এটি গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করে। দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেছে একটি গোটা শতাব্দী।কিন্তু সময়ের এই সুদীর্ঘ পথপরিক্রমায় নাটকটি কি ইতিহাস হয়ে ধুলোবালি মেখেছে নাট্যশালার আর্কাইভে? নাকি তার প্রতিটি সংলাপ আজ আরো বেশি প্রাসঙ্গিক,আরো বেশি তীক্ষ্ণ? সংবাদপত্রের পাতার উত্তর সম্পাদকীয় কলমে দাঁড়িয়ে শতবর্ষের এই সন্ধিক্ষণে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায়; রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'আজ থেকে ১০০ বছর আগে আগামী দিনের যে রূপরেখা এঁকেছিলেন আজকের বিশ্ব ঠিক সেই যন্ত্রদানবের গ্রাসে নিষ্পেষিত। 'রক্তকরবী' মূলত এক রূপক নাটক, যার মূল কেন্দ্রবিন্দু 'যক্ষপুরী'। নাটকের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ রূপক ও বাস্তবের এক অদ্ভুত মিশেল ঘটিয়েছেন। যক্ষপুরী এমন এক সমাজ ব্যবস্থা যাকে বল উত্তোলন করতে শেখে,সৃষ্টি করতে জানে না।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 26-09-2026 22:07 Page 5

মানিকচকে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, প্রস্তুতি তুঙ্গে

নয়া জামানা, মানিকচকঃ আগামী ৮ই অক্টোবর মালদার মানিকচকে আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি মানিকচকের মথুরাপুর বিএসএস হাইস্কুলের মাঠে একটি জনসভা করবেন এবং মানিকচকের ভূতনীসহ জেলার বিভিন্ন বন্যা দুর্গত এলাকার মানুষের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেবেন। পাশাপাশি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের ব্যাংকে 'ডিবিটি' লিংকের মাধ্যমে সরাসরি আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই আগমনকে ঘিরে প্রশাসনিক স্তরে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে। শনিবার মানিকচকের বিধায়ক গৌড়চন্দ্র মণ্ডল ও ব্লক প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা মথুরাপুর বিএসএস হাইস্কুলের প্রস্তাবিত সভাস্থল পরিদর্শন করেন এবং প্রস্তুতির নানা দিক খতিয়ে দেখেন। এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার অবতরণের

জন্য মানিকচক কলেজে একটি অস্থায়ী হেলিপ্যাড তৈরি করা হয়েছে, যা এদিন প্রশাসনিক আধিকারিকরা ঘুরে দেখেন। সফর প্রসঙ্গে মানিকচকের বিধায়ক গৌড়চন্দ্র মণ্ডল জানান, ৮ই অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রী প্রায় সাত হাজার বন্যা দুর্গত মানুষের হাতে সরাসরি ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেবেন। এছাড়া জেলার প্রায় ২৫ হাজার আংশিক ও পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে ডিবিটি লিংকের মাধ্যমে সরাসরি ক্ষতিপূরণের অর্থ দেওয়া হবে। বিধায়কের দাবি, রাজ্যের বর্তমান ডবল ইঞ্জিন সরকার এই প্রথম এমন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চলেছে, যা আগের সরকার কখনো করেনি। এর ফলে জেলার সমস্ত বন্যা দুর্গত মানুষ সরাসরি উপকৃত হবেন।

হাতিপোঁতা বাজারে চুরি কাণ্ডে সাফল্য, সিসিটিভির সাহায্যে ধৃত দুষ্কৃতী

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ারের শামুকতলা থানার অন্তর্গত হাতিপোতা বাজারে একটি দোকানে চুরির ঘটনার দ্রুত সমাধান করল পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে মূল অভিযুক্তকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে চুরি যাওয়া সামগ্রীও।পুলিশ সূত্রে খ বর, সম্প্রতি হাতিপোতা বাজারের ওই দোকান থেকে নগদ ১০,৫০০ টাকা এবং দুটি মোবাইল ফোন চুরি করে পালিয়ে যায় এক দুষ্কৃতী। ঘটনার পর লিখিত অভিযোগ পেতেই তদন্তে নামে শামুকতলা থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল ও সংলগ্ন এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করে

অভিযুক্তের সন্ধান পান তদন্তকারীরা।এর পরই অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হয় এবং খোয়া যাওয়া টাকা ও মোবাইল উদ্ধার করা হয়। ধৃতকে আলিপুরদুয়ার আদালতে পেশ করা হয়েছে। পুলিশের এই দ্রুত ও তৎপর ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। এই চুরির সঙ্গে আর কারও যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে পুলিশি তদন্ত এখনও অব্যাহত রয়েছে।

ঘুমন্ত মহিলার ওপর খট্টাসের হামলা, দিনহাটায় আতঙ্ক

নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ কোচবিহারের দিনহাটা পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের জলের ট্যাংক এলাকায় খট্টাসের তাণ্ডবে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

কয়েকদিনের ব্যবধানে প্রাণীটির আক্রমণে চারজন স্থানীয় বাসিন্দা আক্রান্ত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাতে মশারি টাঙিয়ে ঘুমিয়ে থাকা শান্তি সাহা (৬০) নামে এক বৃদ্ধার ওপর আচমকাই হামলা চালায় একটি খট্টাস। মশারির নিচ দিয়ে ঘরে ঢুকে প্রাণীটি প্রথমে তাঁর হাতে আঁচড় দেয় এবং পরে আঙুলে কামড় বসায়। লাঠি দিয়ে তাড়া করলে সেটি পালিয়ে যায় স্থানীয়দের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে বৈদ্যুতিক তার

বেয়ে ভেন্টিলেটর বা বেলকনি দিয়ে খট্টাস ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত অবস্থায় হামলা চালাচ্ছে। সাধারণত শান্ত স্বভাবের এই প্রাণীর এমন আক্রমণাত্মক আচরণে চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন বাসিন্দারা। খবরের সত্যতা পেয়ে স্থানীয় বিধায়ক অজয় রায় ঘটনাস্থলে গিয়ে বনদপ্তরের সঙ্গে কথা বলেন। পরে বনদপ্তরের কর্মীরা গিয়ে আক্রান্তদের খোঁজ নেন ও ভ্যাকসিনের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এলাকাকে উপদ্রবমুক্ত করতে দ্রুত ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ।

ভাঙন সমাধানে মালদায় কানপুর ও খড়গপুর আইআইটি

টিনা প্রামাণিক।। নয়া জামানা ।। মালদহ

মালদার রতুয়া ও ভূতনী অঞ্চলের দীর্ঘদিনের তীব্র নদী ভাঙন এবং ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির স্থায়ী সমাধান খুঁজতে ময়দানে নামল রাজ্য সরকার। নদী ও ভাঙন বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে মাস্টারপ্ল্যান তৈরির লক্ষ্যে শনিবার মালদায় পৌঁছান আইআইটি কানপুর ও খড়গপুরের এক যৌথ প্রতিনিধি দল।

এদিন জেলা সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে বিশেষজ্ঞ দল রতুয়ার কাহালা গ্রাম পঞ্চায়েতের সূর্যাপুর ঘাট থেকে লঞ্চে চেপে সমীক্ষা অভিযান শুরু করেন। তারা ফুলহর ও গঙ্গা নদীর প্লাবন ও ভাঙনপ্রবণ বিস্তীর্ণ এলাকা নদীপথে ঘুরে দেখেন।

কাহালা সূর্যাপুর ঘাট থেকে রতুয়ার মহানন্দটোলা ও বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা পরিদর্শনের পর প্রতিনিধি দলটি মহানন্দটোলার পশ্চিম রতনপুর হয়ে মানিকচকের ভূতনীর বিভিন্ন দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল খ তিয়ে দেখেন।

উল্লেখ্য, গত ৩ সেপ্টেম্বর কালুটনটোলায় বাঁধ ভেঙে ভূতনীর একটি বড় অংশ জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল। পর পর তিন বছর ধরে একই ভাবে বাঁধ ভেঙে জল ঢোকায় সেখানকার পরিস্থিতি অত্যন্ত

মালদার রতুয়া ও ভূতনী অঞ্চলের দীর্ঘদিনের তীব্র নদী ভাঙন এবং ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির স্থায়ী সমাধান খুঁজতে ময়দানে নামল রাজ্য সরকার। নদী ও ভাঙন বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে মাস্টারপ্ল্যান তৈরির লক্ষ্যে শনিবার মালদায় পৌঁছান আইআইটি কানপুর ও খড়গপুরের এক যৌথ প্রতিনিধি দল।

আশঙ্কাজনক আকার ধারণ করে। তাই সেচ দপ্তর এই নির্দিষ্ট অংশটিতে বিশেষ নজর রেখে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে সমীক্ষা করায়। যদিও সফর চলাকালীন আইআইটির প্রতিনিধিরা সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাননি।

মালদা ও মুর্শিদাবাদের নদীভাঙন রোধে রাজ্য সরকার ইতোমধ্যে ৩৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা করেছে, যার মধ্যে একা মালদা জেলাই পাচ্ছে ১১০০ কোটি টাকা। নদী বিশেষজ্ঞদের এই বিশেষ সমীক্ষা রিপোর্টের ওপর নির্ভর করেই গঙ্গা ও ফুলহরের ভাঙন ঠেকাতে স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণ ও মালদার দীর্ঘমেয়াদী দুর্যোগ মোকাবিলার অ্যাকশন প্ল্যান চূড়ান্ত করা হবে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 26-09-2026 22:07 Page 6

রুপোর পালকিতে মায়ের বিদায়, বাঁকুড়ার

বন্দোপাধ্যায় বাড়িতে আজও পূজিত ব্যাঘ্রবাহিনী দুর্গা

রাখি গরাই, নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়ার অযোধ্যা গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের দুর্গাপুজো ২০০ বছর পার করেও তার ঐতিহ্য সগৌরবে ধরে রেখেছে। উনিশ শতকে নীল ব্যবসার মাধ্যমে বিপুল সম্পত্তি ও প্রায় পঁচাশিটি মৌজার জমিদারি গড়ে তুলেছিল এই পরিবার। বাঁকুড়া ছাড়াও হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর এমনকি কাশী, বেনারস ও বিহালেও বিস্তৃত ছিল তাদের জমিদারি। সে যুগে জমিদারের রাজকোষে খাজনা আসত হাতির পিঠে চেপে। প্রজাদরদি হিসেবে পরিচিত এই পরিবার নীলকর সাহেবদের মতো কখনো চাষিদের ওপর অত্যাচার করত না।জমিদারির সেই স্বর্ণযুগে অযোধ্যা গ্রামে গড়ে ওঠে বিশাল দেবোত্তর এস্টেট; যার মধ্যে ছিল দ্বাদশ শিব মন্দির, গিরি গোবর্ধন মন্দির, রাসমন্দির, ঝুলন মন্দির এবং দুর্গামন্দির। সেই আমলেই সূচনা হয় এই ঐতিহাসিক পুজো। এখানকার দুর্গা প্রতিমার

মূল বৈশিষ্ট্য হল দেবী এখানে সিংহবাহিনী নন, বরং ব্যাঘ্রবাহিনী। শ্রী শ্রী চণ্ডীর শাস্ত্রীয় বিবরণ মেনে বংশপরম্পরায় নির্দিষ্ট প্রতিমা শিল্পীরা ছাঁচ ছাড়া সম্পূর্ণ নিজেদের হাতে দেবীর মুখমণ্ডল ও প্রতিমা তৈরি করেন, যা এই অঞ্চলে বিরল।কালের নিয়মে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে এবং পুজোর জাঁকজমকও কিছুটা কমেছে, কিন্তু নিষ্ঠা ও নিয়মে বিন্দুমাত্র ভাঁটা পড়েনি। প্রাচীন প্রথা মেনে আজও নবপত্রিকা আনার সময় ব্যবহার করা হয় ঐতিহাসিক রুপোর পালকি। পুজোর দিনগুলিতে আজও জমে ওঠে পারিবারিক মিলনমেলা। বিজয়া দশমীতে দেবী প্রতিমার নিরঞ্জনও ঘটে সেই একই রুপোর পালকিতে চাপিয়ে। প্রাচীন ঐতিহ্য ও প্রথার এক অপূর্ব মেলবন্ধন আজও জীবন্ত হয়ে রয়েছে বাঁকুড়ার এই ঐতিহাসিক বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার বাড়িতে।

ইসলামপুরে এসআইআর নিয়ে কমিশনকে আক্রমণ আইনজীবী শামীম আহমেদের

মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের হয়রানির অভিযোগে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী শামীম আহমেদ। শনিবার ইসলামপুর কৃষি বাজারে সিপিআইএম উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত একটি আলোচনা সভা ও আইনি সহায়তা শিবিরে বক্তব্য রাখার সময় তিনি এই ক্ষোভ জানান। পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিলের এই সদস্য তথা বিশিষ্ট আইনজীবী অভিযোগ করেন, কমিশন সঠিকভাবে কাজ না করায় বহু বৈধ নাগরিক সমস্যায় পড়ছেন। বক্তব্য প্রদানকালে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে নিয়ে এক বিতর্কিত মন্তব্য

করেন, যা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।এই কর্মসূচিতে ইসলামপুর ও সংলগ্ন এলাকার প্রচুর মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন, যাঁদের অনেকেরই এসআইআর প্রক্রিয়ার ফলে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়েছে অথবা সংশোধনের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয়েছে। সাধারণ মানুষের এই দুর্ভোগের কথা শুনে তাঁদের আইনি দিক সম্পর্কে বিস্তারিত পরামর্শ দেন আইনজীবী শামীম আহমেদ। তিনি আশ্বস্ত করেন যে, ভোটাধিকার রক্ষায় প্রয়োজন হলে ভুক্তভোগীদের হয়ে আদালতের দরজায় কড়া নাড়া হবে এবং আইনি লড়াই চালানো হবে। আয়োজক দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সাধারণ মানুষ যাতে অযথা আতঙ্কে না ভোগেন এবং নিজেদের অধিকার পুনরুদ্ধার করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে এই সহায়তা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল।

শুভেন্দুর সফরের পরই বর্ধমানে বিজেপির চরম গোষ্ঠী কোন্দল

নয়া জামানা, পূর্ব বর্ধমান ঃ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বর্ধমান সফর শেষে কলকাতায় ফিরতেই বিজেপির অভ্যন্তরীন গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে এলো।

শুক্রবার সফর শেষে তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার নির্দেশ দিলেও, তাঁর প্রস্থানের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বর্ধমানের ৪ নম্বর মণ্ডলের পার্টি অফিসে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়। জানা গিয়েছে, কার্যালয়ের জানলার কাঁচ, আসবাবপত্র এবং একটি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করা হয়েছে।এই ঘটনার জল গড়ায় থানা পর্যন্ত।

৪ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি অমৃত্যেন্দু চন্দ্র (রাজু) হামলার জন্য সাধারণ সম্পাদক মনোজ চক্রবর্তী ও তাঁর অনুগামীদের দায়ী করে অভিযোগ জানাতে বর্ধমান থানায় যান। সেখানে দুই নেতার মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডা ও ঝগড়া শুরু হয়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, পুলিশ অফিসার তাঁদের ধমক দিয়ে থানা থেকে বের করে দিতে বাধ্য হন। এই ঘটনার একটি ভিডিও ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক ভাইরাল হয়েছে।মনোজ চক্রবর্তী পাল্টা অভিযোগ তুলেছেন যে, রাজু চন্দ্র বালিঘাট থেকে তোলাবাজি করেন এবং প্রতিবাদ করায় তাঁর বাড়িতে হামলা চালিয়ে টোটো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, রাজু চন্দ্র দাবি করেছেন মনোজ আগেই সাসপেন্ড হওয়া সত্ত্বেও তৃণমূলের লোকদের দলে ঢুকিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছেন। সদ্য জেলা সভাপতি পরিবর্তনের পর বিজেপির এই অন্তর্দ্বন্দ্বে বর্ধমানের রাজনীতিতে চরম চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

সাতজন কাউন্সিলর নিয়ে বর্ধমান পুরসভার বৈঠক! তুঙ্গে বিতর্ক

নয়া জামানা, পূর্ব বর্ধমান ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর থেকেই বর্ধমান পুরসভায় কাউন্সিলরদের হাজিরা নিয়ে অভিযোগ উঠছিল। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পুরসভার মাসিক বৈঠকে ৩৫ জন কাউন্সিলরের মধ্যে মাত্র ৭ জন উপস্থিত থাকা নিয়ে বিতর্ক নতুন করে তীব্র হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী বৈঠক শুরুর জন্য অন্তত ১২ জন কাউন্সিলরের উপস্থিতি জরুরি হলেও, সেই সংখ্যা পূরণ হয়নি বলে জানা গেছে।পুরসভার ৩৫টি আসনই তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে। কিন্তু কাউন্সিলরদের বড় অংশ বর্তমানে অফিসে আসেন না, যার মধ্যে ভাইস চেয়ারম্যানও রয়েছেন। ইতিমধ্যেই তিনজন কাউন্সিলর পদত্যাগ করেছেন। তবে পুরসভার চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র সরকার

নিয়মিত অফিসে হাজির থাকেন। বৈঠক ঘিরে বিতর্ক শুরু হতেই চেয়ারম্যানের ঘনিষ্ঠ প্রতিনিধি বাড়ি বাড়ি গিয়ে হাজিরা খাতায় সই করিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তৃণমূলের জেলা কোর কমিটির সভাপতি সুশান্ত ঘোষ স্বীকার করেছেন যে, চেয়ারম্যানের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করতেই সিংহভাগ কাউন্সিলর বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন।অন্যদিকে, কম হাজিরার অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র সরকার। তাঁর দাবি, প্রয়োজনীয় কোরামের চেয়েও দুজন বেশি কাউন্সিলর বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই পুরদপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ময়নাগুড়ির অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তিনদিন ব্যাপী বিশেষ কর্মসূচির সমাপন

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ির হঠাৎ কলোনি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সাফল্যমণ্ডিতভাবে সম্পন্ন হল তিন দিনব্যাপী বিশেষ কর্মসূচি। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া মাসব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই আইসিডিএস কেন্দ্রে নানা ইভেন্টের আয়োজন করা হয়। কর্মসূচির শেষ দিনে মূলত মাতৃস্বাস্থ্য নিয়ে বিশদ আলোচনা ও মায়েদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে একটি কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথম দিনে শিশুদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা হয়।অনুষ্ঠানে ময়নাগুড়ি আইসিডিএস প্রজেক্টের সিডিপিও দুর্লভ মণ্ডল জানান,

সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি ও কমিউনিটি পার্টিসিপেশন জোরদার করতেই এই উদ্যোগ। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র কেবল সরকারি দপ্তর নয়, এটি স্থানীয় সমাজেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। অন্যদিকে, এসিডিপিও রাজকুমার মৌলিক জানান, 'অঙ্গন মিলন সেবা' কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য হলো কেন্দ্র ও মায়েদের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড় করা এবং তাঁদের প্রাপ্য পরিষেবা নিয়ে সচেতন করা।উপস্থিত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন ময়নাগুড়ি ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌমেন দাস, বিধায়ক ডালিমচন্দ্র রায়, সিডিপিও দুর্লভ মণ্ডল এবং এসিডিপিও রাজকুমার মৌলিক। এছাড়া অতিথিরা কেন্দ্রের রান্না করা পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পরীক্ষা করে দেখেন এবং গোটা ব্যবস্থার প্রশংসা করেন।

রাতের নয়া জামানা

আপনার অখন্ড অবসরের একমাত্র সঙ্গী

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 26-09-2026 22:07 Page 7

নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে বদলের দাবি জগনের

নয়া জামানা ঃ নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত ও ভোটার তালিকা সংশোধন ঘিরে বিতর্কের মধ্যেই কেন্দ্রের মোদী সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন ওয়াইএসআর কংগ্রেস প্রধান তথা অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস জগনমোহন রেড্ডি। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষের আস্থা অটুট রাখতে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের প্রক্রিয়া পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়েছেন তিনি।সম্প্রতি দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এর এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, গত ১০ মাসে নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক জোশী কমিশনের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে অন্তত ১৪ বার লিখিত আপত্তি জানিয়েছেন। ভোটার তালিকা সংশোধন, নতুন ভোটার সংযোজন এবং ইসিআইনেট-এর মতো ডিজিটাল ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার নিয়েও তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।এই আবহে সমাজমাধ্যম এক্স-এ জগন বলেন, কমিশনারদের উত্থাপিত আপত্তি নিয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন। তাঁর দাবি, ২০২৩ সালের নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ সংক্রান্ত আইনটি পুনর্মূল্যায়ন করা হোক। প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার বিরোধী দলনেতার পাশাপাশি নিয়োগ কমিটিতে প্রধান বিচারপতিকেও রাখার পক্ষে সওয়াল করেন তিনি। জগনের বক্তব্য, এতে নিয়োগ প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা নিয়ে মানুষের আস্থা আরও জোরদার হবে।উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের আইনে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের কমিটিতে প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার বিরোধী দলনেতা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এক সদস্য থাকার বিধান রয়েছে।

এই আইনকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টেও বিচারাধীন।অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশন অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্যকে স্বাভাবিক প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার অংশ বলে জানিয়েছে। কমিশনের দাবি, খসড়া পর্যায়ে মতামত, লিখিত নোট ও প্রযুক্তিগত পরামর্শ গ্রহণ করা হয় এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আইন ও সাংবিধানিক বিধান মেনেই নেওয়া হয়।

বিতর্কের আবহে ফুলবেঞ্চ বৈঠক, এসআইআর এ অনলাইনে শুনানির সিদ্ধান্ত কমিশনের

নয়া জামানা ঃ র্বাচন কমিশনের অন্দরে মতপার্থক্যের জল্পনার মধ্যেই শনিবার নির্বাচন সদনে বৈঠকে বসল কমিশনের ফুলবেঞ্চ। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে বৈঠকে ছিলেন দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক জোশী। বৈঠক থেকে বিশেষ নিবিড় সংশোধন বনিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এস আই আর এর নোটিস পাওয়া ব্যক্তিদের সাধারণভাবে সশরীরে ই আর ও বা এই আর ও-র দফতরে গিয়ে শুনানিতে হাজির হতে হবে না। প্রয়োজন অনুযায়ী অনলাইনে শুনানি করা যাবে।

বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া ব্যক্তিগত উপস্থিতিও বাধ্যতামূলক নয় বলে জানিয়েছে কমিশন।এছাড়া দিল্লিতে এস আই আর-এর দাবিপত্র ও আপত্তি জানানোর সময়সীমা ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। নোটিস, দাবি ও আপত্তি নিষ্পত্তির সময়সীমা করা হয়েছে ৩০ নভেম্বর।এই সিদ্ধান্ত এমন সময়ে এল, যখন কমিশনের অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে। দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এর একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল, গত ১০ মাসে সান্ধু ও জোশী বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে অন্তত ১৪ বার লিখিত আপত্তি জানিয়েছিলেন। অভিযোগগুলির মধ্যে ছিল ফ্রম ৬ পরিবর্তন, ভোটার তালিকার তথ্যভান্ডারে প্রবেশাধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গে ভোটার সংক্রান্ত আপিলের বিষয়।তবে নির্বাচন কমিশন পাল্টা জানিয়েছে, বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ারই অংশ এবং কমিশনের সিদ্ধান্তগুলি সর্বসম্মতভাবেই নেওয়া হয়েছে।বিতর্কের মধ্যেই শনিবার তিন কমিশনারের একসঙ্গে বৈঠকের ছবি প্রকাশ্যে আসায় কমিশনের অন্দরে ঐক্যের বার্তাই সামনে এসেছে। বৈঠকে এস আই আর-সহ ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া আরও সহজ ও নাগরিকবান্ধব করার বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

জ্ঞানেশ ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ বিরোধীরা দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক

নয়া জামানা ঃ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ এবং ভোটচুরি ইস্যুতে পরবর্তী রণকৌশল ঠিক করতে ফের বৈঠকে বসতে চলেছে বিরোধী শিবির। সূত্রের খবর, আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে ইন্ডিয়া জোটের শীর্ষ নেতাদের বৈঠক হতে পারে। জ্ঞানেশ কুমারকে সরানোর দাবিতে নতুন করে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনার প্রস্তুতিও চলছে বলে জানা গিয়েছে।বিরোধী শিবিরের অন্দরে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলার উদ্যোগে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়েও আলোচনা চলছে। সূত্রের দাবি, জ্ঞানেশ ইস্যুতে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব-সহ একাধিক বিরোধী নেতার সঙ্গে মমতার কথা হয়েছে। ইন্ডিয়া জোটের পরিধি ছাড়িয়ে অন্যান্য বিরোধী দলগুলিকেও এই ইস্যুতে পাশে পাওয়ার চেষ্টা চলছে।জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে এর আগেও ইমপিচমেন্টের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। মার্চে রাজ্যসভায় তাঁর অপসারণ চেয়ে নোটিস জমা পড়েছিল, পরে এপ্রিলেও বিরোধীরা ফের উদ্যোগ নেয়। তবে সেই প্রক্রিয়া এগোয়নি। এবার কংগ্রেসের নেতৃত্বে নতুন করে প্রস্তাব আনার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, লোকসভা ও রাজ্যসভা;দুই কক্ষেই প্রয়োজনীয় সমর্থন জোগাড়ের চেষ্টা চলছে।বুধবারের প্রস্তাবিত বৈঠকে জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাবের পাশাপাশি দেশজুড়ে আন্দোলনের রূপরেখা নিয়েও আলোচনা হতে পারে। আগামী দিনে পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে ভোটার তালিকা সংশোধন বা ভোটচুরি সংক্রান্ত অভিযোগকে ইস্যু করার বিষয়েও বিরোধী দলগুলির মধ্যে আলোচনা চলছে।

বিজেপিতে গুরুত্বহীনতার ক্ষোভ অমরিন্দরের দলবদল ঘিরে জল্পনা

নয়া জামানা ঃ পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংকে ঘিরে ফের শুরু হয়েছে রাজনৈতিক জল্পনা। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর বেশ কিছুদিন ধরেই দলের অন্দরে তিনি গুরুত্ব হারিয়েছেন বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা রয়েছে। এরই মধ্যে প্রকাশ্যেই বিজেপি নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন প্রবীণ এই নেতা। তাঁর বক্তব্যে পুরনো দল কংগ্রেসে ফেরার সম্ভাবনা নিয়ে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে।অমরিন্দর সিং পাঞ্জাবের রাজনীতিতে দীর্ঘদিনের পরিচিত মুখ।একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলানো এই নেতা দীর্ঘ সময় কংগ্রেসে ছিলেন। গান্ধী পরিবারের সঙ্গেও তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে। রাজীব গান্ধীর সহপাঠী ছিলেন তিনি। ২০১৭ সালে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ বিরোধের পর দল ছেড়ে পাঞ্জাব লোক কংগ্রেস গঠন করেন অমরিন্দর। পরে নিজের দলকে বিজেপির সঙ্গে মিশিয়ে দেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বেশ কয়েকজন নেতাও সেই সময় বিজেপিতে যোগ দেন।তবে সাম্প্রতিক সময়ে বিজেপিতে অমরিন্দরের রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তাঁর ঘনিষ্ঠরাও আগের মতো গুরুত্ব পাচ্ছেন না বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা। এর মধ্যেই রাহুল গান্ধীর একটি মন্তব্য জল্পনা আরও বাড়িয়েছে। জেন-জি পডুয়াদের সঙ্গে আলোচনায় বিজেপিতে তাঁর পছন্দের নেতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে রাহুল বলেন, ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং। তাঁর সঙ্গে নিজের ভালো সম্পর্কের কথাও জানান রাহুল।এরপরই বিজেপি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ক্ষোভ জানান অমরিন্দর। তাঁর বক্তব্য, আমি ৬০ বছর ধরে পঞ্জাবে রাজনীতি করছি। কিন্তু বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপি নেতৃত্ব আমার কোনও মতামত নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন না।তবে বিজেপি ছাড়ার সম্ভাবনা নিয়ে এখনই কোনও সিদ্ধান্তের কথা জানাননি তিনি। অমরিন্দরের কথায়,রাজনৈতিক দলগুলিও পরিবর্তিত হয়। নেতাদের অবস্থানও বদলায়। তবে এখনই আমি বিজেপি ছাড়ার কথা ভাবছি না।

এল নিনোর প্রভাব, মহারাষ্ট্রের ২৬৫ তালুকে খরা ঘোষণা

নয়া জামানা ঃ এল নিনোর প্রভাব এবং জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে মহারাষ্ট্রে খরার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। শনিবার রাজ্যের ৩৫৮টি তালুকের মধ্যে ২৬৫টিতে খরা ঘোষণা করল মহারাষ্ট্র সরকার। খরায় ফসলের ক্ষতি হলে কৃষকদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ারও ঘোষণা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবীস জানিয়েছেন, ট্রিগার ওয়ান কার্যকর হওয়া তালুকগুলিকেও খরার আওতায় আনা হয়েছে। রাজ্যের প্রায় ৭৫ শতাংশ এলাকা খরাকবলিত হওয়ায় কৃষকদের জন্য বিশেষ আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা হবে।বিদর্ভ, মারাঠওয়াড়া, খান্দেশ, পশ্চিম মহারাষ্ট্র এবং কোঙ্কনের একাধিক তালুকে খরা ঘোষণা করা হয়েছে। রায়গড়, রত্নাগিরি, নাসিক, সিন্ধুদুর্গ, জলগাঁও, নন্দুরবার, অহল্যানগর, সোলাপুর, সাংলি, জালনা, বিড, লাতুর, নান্দেদ, হিঙ্গোলি, অমরাবতী ও আকোলার মতো জেলাগুলিতেও খরার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্য ও পূর্ব নিরক্ষীয় অঞ্চলের সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বাড়লে যে আবহাওয়া পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাকে এল নিনো বলা হয়। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা-র পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যে এল নিনো আরও শক্তিশালী হতে পারে। এর প্রভাব ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলার সম্ভাবনাও রয়েছে।ভারতে এল নিনোর প্রভাবে বৃষ্টিপাতের ধরন বদলানোর পাশাপাশি তাপমাত্রা বাড়তে পারে। বিশেষ করে বৃষ্টি-নির্ভর কৃষি এলাকায় জলসঙ্কট ও ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হতে পারে। তবে দেশের সব অঞ্চলে এর প্রভাব সমান হবে না।এল নিনো তীব্র তাপপ্রবাহ, খরা ও বন্যার ঝুঁকিও বাড়াতে পারে। ফলে গ্রীষ্মকালে শিশু, বয়স্ক এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্তদের অতিরিক্ত সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 26-09-2026 22:07 Page 8

হার্দিকের চোটে ফের ধাক্কা

নিউজিল্যান্ড সিরিজে অনিশ্চয়তা

নয়া জামানা ঃ নতুন করে চোটের ধাক্কা ভারতীয় ক্রিকেট দলে। ডান পায়ের শিনে চোট পাওয়ায় অন্তত তিন সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে পারেন হার্দিক পান্ডিয়া। ফলে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন সাদা বলের সিরিজে তাঁর খেলা কার্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।চোটের কারণে বারবার মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে হার্দিককে। চলতি সময়ে খুব বেশি ক্রিকেটও খেলতে পারেননি তিনি। সেই কারণেই ৬ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা অস্ট্রেলিয়া এ দলের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের জন্য ভারত এ দলে তাঁকে রাখা হয়েছিল। তবে নতুন চোটের কারণে সেই সিরিজেও তাঁর খেলা নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয়।আগামী বছর রয়েছে ওডিআই বিশ্বকাপ। তার আগে হার্দিককে সম্পূর্ণ ফিট অবস্থায় পাওয়াকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে ভারতীয় দলের ম্যানেজমেন্ট। কোচ গৌতম গম্ভীরও

তাঁর ম্যাচ ফিটনেস এবং ছন্দ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। গম্ভীরের মতে, বিশ্বকাপের আগে পর্যাপ্ত ম্যাচ খেলে ছন্দে থাকা প্রয়োজন হার্দিকের।ভারতীয় দলের কোচের বক্তব্য, ৬ বা ৭ নম্বরে ব্যাট করার পাশাপাশি ১০ ওভার বল করতে পারেন;এমন অলরাউন্ডার দলে খুব বেশি নেই। তাই বিশ্বকাপের আগে হার্দিকের পর্যাপ্ত ম্যাচ টাইম পাওয়া জরুরি। বিশ্বকাপে গিয়ে অর্ধেক প্রস্তুতি নিয়ে নামার সুযোগ নেই বলেও জানিয়েছেন গম্ভীর। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে ২২ অক্টোবর। এরপর রয়েছে ওয়ানডে সিরিজ। বর্তমান পরিস্থিতিতে নিউজিল্যান্ড সফরে হার্দিকের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা কম। সব কিছু ঠিক থাকলে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজে তাঁকে ফের দেখা যেতে পারে।

জালিয়াতিতে অভিযুক্ত ম্যান সিটি

খেতাব বাতিল থেকে অবনমনের শঙ্কা

নয়া জামানাঃ ইংলিশ ফুটবলে নজিরবিহীন আইনি রায়ের মুখে ম্যানচেস্টার সিটি। আর্থিক অনিয়মের ১১৫টি অভিযোগের মধ্যে ১১৪টিতেই ক্লাবটিকে দোষী সাব্যস্ত করেছে স্বাধীন কমিশন। ফলে গত দেড় দশকে সিটির জেতা একাধিক ট্রফি, পয়েন্ট কাটা এমনকি অবনমন নিয়েও তৈরি হয়েছে তীব্র অনিশ্চয়তা।রায়ের পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, সিটির সাতটি প্রিমিয়ার লিগ খেতাবের ভবিষ্যৎ কী? ২০০৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে জেতা ট্রফিগুলি বাতিলের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। অতীতে ডোপিংয়ের কারণে সাইক্লিস্ট ল্যান্স আর্মস্ট্রংয়ের সব কটি ট্যুর দে ফ্রান্স খেতাব বাতিল হয়েছিল। সিটির ক্ষেত্রেও সেই নজির সামনে আসছে।তবে খেতাব বাতিল করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। যে দলগুলি সিটির পিছনে থেকে মরসুম শেষ করেছে, তারা নিজেদের আর্থিক ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে। ইতিমধ্যেই লিভারপুল,

আর্সেনাল, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও টটেনহ্যাম হটস্পার আইনি নোটিস পাঠিয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সুযোগ হারানো ক্লাবগুলিও ক্ষতিপূরণের দাবি তুলতে পারে।শাস্তির ক্ষেত্রে পয়েন্ট কাটা, বিপুল জরিমানা, এমনকি লিগ থেকে বহিষ্কারের পথও খোলা রয়েছে। ১৯৯০ সালে আর্থিক অনিয়মের কারণে সুইনডন টাউনকে দুটি ডিভিশন নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সিটির বিরুদ্ধে অভিযোগের সংখ্যা ও ব্যাপকতা সেই নজিরকে নতুন করে আলোচনায় এনেছে।রায়ের বিরুদ্ধে সিটি আপিল করবে বলেই মনে করা হচ্ছে। তিন সদস্যের আপিল বোর্ডে শুনানি হবে।

উয়েফার ব্যবস্থার মতো এখানে কোর্ট অফ আরবিট্রেশন ফর স্পোর্টসে যাওয়ার সুযোগ নেই। ফলে ইংলিশ ফুটবলের অন্যতম সফল ক্লাবটির ভবিষ্যৎ এখন নজিরবিহীন আইনি লড়াইয়ের মুে।

পানামা রুখে ক্লাবগুলিকে ধন্যবাদ এআইএফএফের

নয়া জামানা ঃ বিশ্বকাপ খেলা পানামার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক ড্রয়ের পর ভারতীয় ফুটবলে নতুন আত্মবিশ্বাস। এই সাফল্যের জন্য জাতীয় দলের কোচ খালিদ জামিল, তাঁর কোচিং স্টাফ ও ফুটবলারদের কৃতিত্ব দেওয়ার পাশাপাশি ক্লাবগুলিকেও ধন্যবাদ জানাল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ)। ফেডারেশনের ডেপুটি সেক্রেটারি এম সত্যনারায়ণ জানিয়েছেন, আইএসএলের প্রস্তুতির ব্যস্ততার মধ্যেও জাতীয় দলের জন্য ফুটবলার ছাড়ায় ক্লাবগুলির সহযোগিতা প্রশংসনীয়।সত্যনারায়ণ বলেন, ফিফা উইন্ডোর আগে ফুটবলারদের ছাড়ার ক্ষেত্রে ক্লাবগুলি সহযোগিতা করেছে। প্রায় দুসপ্তাহ আগে এফসি গোয়া, মোহনবাগান, এসসি দিল্লি, বেঙ্গালুরু এফসি ও নর্থইস্ট ইউনাইটেডের পাঁচ সিইওর

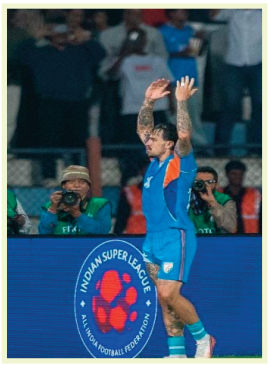

সঙ্গে জাতীয় দলের কোচ, ম্যানেজার ভেলু ধয়ালামণি এবং এআইএফএফের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেলের বৈঠক হয়। অক্টোবর ও নভেম্বরের ফিফা উইন্ডো নিয়ে সেখানে বিস্তারিত আলোচনা হয়।কান্তিরাভায় পানামার বিরুদ্ধে ভারতের পারফরম্যান্সেরও প্রশংসা করেন সত্যনারায়ণ। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ৪৪ নম্বরে থাকা দলকে ১৩৮ নম্বরে থাকা ভারত আটকে দেওয়ায় জাতীয় দলের লড়াকু মানসিকতা স্পষ্ট হয়েছে বলে তাঁর বক্তব্য।একইসঙ্গে প্রস্তুতির ক্ষেত্রে দুই দলের ফারাকের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। পানামার ফুটবলাররা নিজেদের ক্লাবের হয়ে নিয়মিত প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেললেও ভারতীয়দের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন।তবে ম্যাচে প্রত্যাশিত দর্শক না হওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সত্যনারায়ণের দাবি, প্রায় ১০ হাজার দর্শক মাঠে ছিলেন। রবিবারের পরিবর্তে শুক্রবার ম্যাচ হওয়া এবং টিকিটের দাম দর্শকসংখ্যায় প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করেন তিনি।আগামী ৩ অক্টোবর ব্রাজিল এবং ৬ অক্টোবর উরুগুয়ের বিরুদ্ধে যুবভারতীতে খেলবে ভারত। তার আগে ২৮ সেপ্টেম্বর কলকাতায় পৌঁছবে জাতীয় দল।

আইএসএলের আংশিক সূচি প্রকাশ

বেঙ্গালুরু-স্পোর্টিং দিল্লি দিয়ে শুরু

নয়া জামানাঃ প্রতীক্ষার অবসান। শনিবার প্রকাশিত হল ত্রয়োদশ ইন্ডিয়ান সুপার লিগের (আইএসএল) আংশিক সূচি। পূর্বঘোষণা অনুযায়ী, ২০২৬-২৭ মরশুমে হোম-অ্যাওয়ে ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ লিগের পাশাপাশি ফিরছে প্লে-অফও। তবে এদিন জানুয়ারি পর্যন্ত সূচিই প্রকাশ করা হয়েছে। ১০ অক্টোবর বেঙ্গালুরু এফসি ও স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে নতুন মরশুম। উদ্বোধনী দিনেই থাকছে ডাবল-হেডার।এবার অ্যাওয়ে ম্যাচ দিয়ে আইএসএল অভিযান শুরু করবে কলকাতার দুই প্রধান। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু-তে ১৩ অক্টোবর ইরাকের আল-শোর্তার বিরুদ্ধে খেলবে ইস্টবেঙ্গল। ফলে প্রথম ম্যাচউইকে তাদের কোনও লিগ ম্যাচ নেই। ১৮ অক্টোবর নবাগত চার্চিল ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে খেতাব ধরে রাখ

ার অভিযান শুরু করবে লাল-হলুদ।মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট অবশ্য তার আগেই মাঠে নামবে। ১২ অক্টোবর পাহাড়ে নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে তাদের লিগ অভিযান শুরু। সবুজ-মেরুনের প্রথম হোম ম্যাচ ২৬ অক্টোবর যুবভারতীতে, প্রতিপক্ষ চেন্নাইয়িন এফসি। ইস্টবেঙ্গল ঘরের মাঠে প্রথম ম্যাচ খেলবে ২০ নভেম্বর স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির বিরুদ্ধে। তার নদিন পর, ২৯ নভেম্বর, প্রথম পর্বের কলকাতা ডার্বিতে মুখোমুখি হবে দুই প্রধান। আয়োজক ইস্টবেঙ্গল।উদ্বোধনী দিন বিকেল পাঁচটায় কান্তিরাভায় বেঙ্গালুরু-স্পোর্টিং ম্যাচের পর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ফতোরদায় এফসি গোয়া-চেন্নাইয়িন ম্যাচ হবে। প্রথম পর্বে মোট ৭৮টি ম্যাচ হবে। শুক্র, শনি ও রবিবারের পাশাপাশি সোমবার ও বুধবারও ম্যাচ রাখা হয়েছে। দর্শকদের সুবিধার জন্য নির্ধারিত হয়েছে বিকেল পাঁচটা ও সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার কিক-অফ।ক্লাবজোট আয়োজিত প্রথম আইএসএল ম্যাচ এবার মণিপুরেও হবে। ২৪ নভেম্বর ইম্ফলের খুমান লাম্পাক স্টেডিয়ামে নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডের প্রতিপক্ষ স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি। নভেম্বরের ফিফা বিরতির পর অনুষ্ঠিত হবে এই ম্যাচ। সূচিতে কলকাতার দুই দলের ম্যাচকে ঘিরে সমর্থকদের আগ্রহ স্বাভাবিকভাবেই বেশি। বিশেষ করে নভেম্বরের ডার্বি ঘিরে ইতিমধ্যেই উত্তেজনার আবহ তৈরি হয়েছে শহরজুড়ে। এখনই তবে।

এশিয়ান গেমসে শুটিংয়ে সোনা ভারতের

গেমস রেকর্ড নয়া রেকর্ড গড়লেন সুরুচি-কমলজিৎ

নয়া জামানা ঃ অবশেষে আইচি-নাগোয়া এশিয়ান গেমসে শুটিংয়ে সোনার খরা কাটাল ভারত। শুক্রবার ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের মিক্সড টিম ইভেন্টে ৪৮৪.৬ পয়েন্ট স্কোর করে সোনা জিতলেন ভারতের সুরুচি সিং ও কমলজিৎ। একই সঙ্গে নতুন গেমস রেকর্ডও গড়ল ভারতীয় জুটি।তবে শুরুতে এই ইভেন্টে কমলজিতের খেলার কথা ছিল না। ফেডারেশনের ঘোষিত দলে সুরুচির সঙ্গী ছিলেন কেদারলিং উচাগানভে। কিন্তু বৃহস্পতিবার ব্যক্তিগত ইভেন্টে তাঁর পারফরম্যান্স আশানুরূপ না হওয়ায় কোচ সমশের জংয়ের পরামর্শে কমলজিৎকে সুরুচির সঙ্গে নামানো হয়। সুযোগ পেয়েই বাজিমাত করেন তাঁরা।কমলজিৎ জানান, ব্যক্তিগত ইভেন্টে পদক না পেয়ে তিনি হতাশ ছিলেন। পরিবারের দীর্ঘ লড়াইয়ের কথা ভেবে এশিয়াড থেকে খালি হাতে ফেরার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছিল। মিক্সড টিমে খেলার সুযোগ পাওয়ার পরই সোনা জয়ের

লক্ষ্য স্থির করেন তিনি। সুরুচিও জানান, ব্যক্তিগত ইভেন্টের ব্যর্থতা কাটিয়ে ওঠার এটিই ছিল তাঁদের সুযোগ।এর পিছনে রয়েছে দুই শুটারের কঠিন লড়াইয়ের কাহিনি। সুরুচির কাকা ছিলেন বিখ্যাত কুস্তিগির বীরেন্দ্র সিং যাদব। কুস্তিতে হাতেখড়ি হলেও চোটের কারণে বাবার পরামর্শে শুটিংয়ে আসেন তিনি। অন্যদিকে, অ্যাথলেটিক্স দিয়ে শুরু করেও চোটের কারণে শুটিংয়ে আসেন কমলজিৎ। আর্থিক সমস্যার মধ্যেও পরিবার তাঁকে খেলায় ধরে রাখে। তিন বছর আগে অটো দুর্ঘটনায় পা ভেঙে সাত মাস শয্যাশায়ীও ছিলেন তিনি।সোনা জয়ের কৃতিত্ব কোচ সমশেরকেও দিয়েছেন দুজন। ব্যক্তিগত ইভেন্টের ব্যর্থতা ভুলে স্বাভাবিকভাবে পারফর্ম করার পরামর্শই তাঁদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়েছিল।এদিন ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশনে ১৭৬২ পয়েন্ট নিয়ে রুপো জিতেছেন ঐশ্বরীপ্রতাপ সিং তোমর, নীরজ কুমার ও রুদ্রাংশ পাটিলের ভারতীয় দল।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।